চপল ননীচোরা

ব্রজে সকলের স্নেহ ও ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া বালসিংহের ন্যায় দৃষ্টি সম্পন্ন কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজপুরে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা পৌরগণের সাহায্যে পদদ্বয়ে চলিতে খেলিতে শিখিলেন। এই সময় তাঁহারা শ্রীদাম-সুবলাদি বয়স্য ব্রজবালকগণের সহিত যমুনার শুভ্রসৈকতে কৌতুহলবশে লুণ্ঠিত হইতেন; কখনও তমালাদির শ্যামবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট কদম্বকুঞ্জে শোভাসমৃদ্ধা কালিন্দীর উপবনে বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের বাললীলায় গোপগোপীগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিত। কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত নবনীত ও ঘৃত হরণ করিতেন।

একদা উপনন্দের পত্নী প্রভাবতী নাম্নী গোপিকা নন্দমন্দিরে আগমন করিয়া যশোদাকে কহিল—''হে যশোমতি! নবনীত, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও মাখন বা ননী এ সকল দ্রব্যে তোমার-আমার বলিয়া আমি কিছু ভেদ দেখিনা; তোমার কৃপায় আমার এ সকল আছে; এ জন্য আমি কিছু বলিতেছি না, কিন্তু তোমার পুত্র চুরি করা কোথায় শিখিল? তোমার ননীচোর পুত্রের তুমি নিজে কেন শিক্ষা দাও না? আমি যদি তোমার পুত্রকে শিক্ষা দিতে যাই তবে তোমার ধৃষ্টতনয় গালি প্রদান করিয়া আমার গৃহ হইতে দ্রুত বেগে বাহির হইয়া আসে। দেখো যশোদা, ব্রজরাজ নন্দের তনয় হইয়া চুরি করে, তাই আমি তোমার গৌরবহানি ভয়ে কিছু বলি না।'' প্রভাবতীর কথা শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া প্রভাবতীকে বলিলেন— ''আমার গৃহে কোটি গো রহিয়াছে, ইহাদের দুগ্ধে পর্বত পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইতে পারে; তবুও কেন যে আমার পুত্র দধি চুরি করে আমি তাহা জানিনা, সে তো এখানে কিছুই খায় না। কৃষ্ণ যত দুগ্ধ দধি প্রভৃতি গব্য চুরি করিয়াছে তুমি আমার নিকট তৎতুল্য লইয়া যাও। তোমার পুত্রে ও আমার পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই। এরপরে কখনও আমার কৃষ্ণ যদি নবনীত চুরি করে খায় তবে তদবস্থায় অর্থাৎ নবনীত-মাখা মুখে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিও, তখন আমি তাহাকে বন্ধন ও উত্তম তিরস্কার করিব।'' গোপী প্রভাবতী তখন যশোদার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রসন্ন চিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন।

এরপর একদা দধি চুরি করিবার জন্য কৃষ্ণ বয়স্য বালকগণসহ গোপী প্রভাবতীর গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহভিত্তির উপর উঠিয়া বয়স্যদের হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ দেখিলেন — শিকার উপর দুগ্ধ রহিয়াছে কিন্তু তাহা হাতের নাগালে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি উদুখল ও পীড়ি একের উপর এক স্থাপন করিয়া তাহার উপরে গোপবালকগণকে তুলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাহাদের উপর আরূঢ় হইলেন; তথাপি সেই অতি উচ্চ জনলভ্য শিকায় স্থাপিত দুগ্ধ হাতে পাইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম ও সুবলের সহিত সেই দধিভাণ্ড দণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং সেই ভগ্ন ভাণ্ড হইতে দধি ভূমিতে পতিত হইলে তাহাতে তাহাদের মন আকৃষ্ট হইল। তখন কৃষ্ণ, বলরাম ও বালকগণের সহিত তাহা পান করিতে লাগিলেন; ইহা দেখিয়া তখন বানরগণও কক্ষে আসিয়া তাহা পান করিতে লাগিল।

গোপী প্রভাবতী ভাণ্ড ভঙ্গের শব্দ শুনিয়া সেস্থলে আসিয়া পড়িতেই গোপবালক সকলেই পলায়ন করিল কিন্তু প্রভাবতী কৃষ্ণের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখন কৃষ্ণ ভয়ের ভান করিয়া কৃত্রিম অশ্রুত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভাবতী সে অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া নন্দালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গেলে তিনি প্রথমেই সম্মুখে নন্দকে দেখিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন। কৃষ্ণ তখন ভাবিতে লাগিলেন— এইবার আর রক্ষা নাই, মাতা তো এইবার দণ্ড দেবেনই। এ কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ কৃষ্ণের মনে পড়িয়া গেল যে যশোদা বলিয়াছিলেন, ''তোমার পুত্রে ও আমার পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই।'' স্বৈরগতি কৃষ্ণ তখন প্রভাবতীর পুত্রের রূপ ধারণ করিলেন। কোপান্বিতা প্রভাবতী যশোমতীর নিকট গিয়া কহিলেন—''এই বালক ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া সমস্ত দধি অপহরণ করিয়াছে।'' যশোদা প্রভাবতীর পুত্রকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ''মুখ হইতে ঘোমটাটি সরাইয়া দেখিয়া তবে ইহার অপরাধের কথা বল। আর যদি বৃথা অপবাদ দাও তবে আমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। চুরি করিয়াছে তোমার

পুত্র আর দোষ দাও কিনা আমার পুত্রের?'' একথা শুনিয়া লোকলাজযুক্তা প্রভাবতী তখনই ঘোমটা উন্মোচন করিয়া নিজ পুত্রকে দর্শনকরত অবাক বিস্ময়ে কহিল—''তুই নিষ্পদ হইয়া এখানে কিরূপে আসিলি, আমার হাতে তো কৃষ্ণ ছিল!'' প্রভাবতী এইরূপ বলিতে বলিতে নিজ পুত্রকে লইয়া নন্দালয় হইতে নির্গত হইয়া গেলেন। তখন যশোদা, রোহিণী, নন্দ, বলরাম এবং গোপগোপীগণ হাস্যসহকারে বলিলেন — ''ব্রজের অন্যায়টা একবার দেখ।'' এদিকে নন্দনন্দনরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের পথে আসিয়া স্বরূপ ধারণকরত হাসিতে হাসিতে গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন এবং তখন তাঁহার দেহে ধৃষ্টতা ও নয়নে চাপল্য ফুটিয়া উঠিল, ভগবান কৃষ্ণ প্রভাবতীকে বলিলেন— ''হে গোপিকে! পুনরায় কখনও যদি তুমি আমাকে ধর, তবে আমিও তোমার স্বামীর রূপ ধরিব, সংশয় নাই।'' কৃষ্ণের এইরূপ কঠোর ধৃষ্টতামূলক বাক্য শুনিয়া বিস্মিতা গোপী প্রভাবতী আপন গৃহে গমন করিলেন। তদবধি কোন গৃহে কোন গোপী লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণকে আর ধরিত না। শ্রীকৃষ্ণও সকল গোপীর গৃহে অবাধে বিচরণপূর্বক নবনীত চুরি করিতেন।

(সহায়ক গ্রন্থ — গর্গ সংহিতা)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া

পাঞ্জা শাহের কথা

ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হয়; তিনি জাগ্রত হন। যখন নিপীড়িত জীবের ব্যাকুল ক্রন্দন আকাশ বিদীর্ণ করে, যখন ধর্মের নামে অধর্ম প্রবল আকার ধারণ করে, তখন তিনি সমুদ্ভুত হন; তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়; ধরাধামে তিনি আবির্ভূত হন।

সারা আর্য্যাবর্ত তখন মোঘল সাম্রাজ্যের পদানত। বেদের ধর্ম বিলুপ্তপ্রায়; বেদদ্বেষী বিধর্মী বাদশাহ ছলে বলে কৌশলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। এই নিদারুণ সময়ে আশার বাণী শোনাতে এবং মানুষকে আলোর পথ দেখাতে ঘোর অন্ধকারে মশাল হাতে এলেন গুরুনানক। গুরু নানক জানালেন — হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন; মন্দির ও মসজিদ এক, পুরাণ আর কোরাণে একই গাথা গীত হয়েছে; সব একই স্বরূপের বিভিন্ন মূর্তি মাত্র —

আল্লা ও অভেখ সোই
পুরাণ ও কোরাণ ওই।
এক হি স্বরূপ সব ঐ।
এক হি বনাব্ হৈ।।

নানকজীর এই নূতন বিচিত্র ধর্মের আকর্ষণে বহু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। ধর্মগত বিদ্বেষ, জাতিগত ঘৃণা বিস্মৃত হয়ে তারা এক সংঘভুক্ত হয়ে উঠল।

মুসলমান বাদশাহের মত তৎকালীন মুসলমান ফকিরও একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণচেতা ছিল। পরিব্রাজক নানকজী সশিষ্য একবার ভ্রমণ করতে করতে এক পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলেন। পর্বতের উপরে বাস করতেন আলী সাহেব, এক মুসলমান ফকির। ফকির সাহেব ছিলেন কল্পতরুর মতো; শিষ্যগণ যখন যা চাইতেন তখনই তিনি তা পূরণ করতেন। আলী সাহেবের আস্তানায় সুশীতল পানীয় জল ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় পার্বত্যভূমির মধ্যে এই সুশীতল পানীয় জল ছিল এক মহা আকর্ষণের বস্তু।

গুরু নানকের শিষ্য পথশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণায় কাতর হলে গুরুজী বললেন পর্বত শিখরে আলী সাহেবের নিকট গিয়ে পানীয় ভিক্ষা করতে। শিষ্য বহু ঊর্দ্ধে ফকিরের নিকট উপস্থিত হলে ফকির তাকে তাড়িয়ে দিলেন, কারণ সে হিন্দু। শিষ্য নানককে গিয়ে জানালো, নানক তাকে পুনরায় আলীর নিকট পাঠান এবং এবারও আলী শিষ্যকে বিতাড়িত করলেন। নানককে এই সংবাদ জানালে পর নানক তাঁকে এবার তাঁর নাম করে জল চাইতে বলেন। শিষ্য তাই জ্ঞাপন করে কিন্তু তথাপিও আলী জল দিতে অস্বীকার করেন। নানকজী তখন আপন যোগবলে সমস্ত জল পর্বত শীর্ষ থেকে আকর্ষণ করে নীচে তলদেশে আনয়ন করেন। আলীর আস্তানায় জল না থাকায় তখন আলী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পর্বতের চূড়াভাগ নানকজীর উপর নিক্ষেপ করার জন্য ঠেলে গড়িয়ে দেন। গুরু নানক তখন আপন হাতের পাঞ্জা দিয়ে তা রুখে ধরেন। আলী আপনার চেয়েও শক্তিমান পুরুষ আছে দেখে নানকের নিকট এসে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

গুরু নানকদেবের পাঞ্জার শক্তিপ্রদর্শনের এই স্থান মহাতীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে; নাম পাঞ্জাশাহ। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আসে, হিমশীতল স্রোতস্বিনীর জলে অবগাহন করে এবং এক শ্রেণীতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে।

—(গুরুনানকের জীবনীগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)